রেল বার্তা

বন্যার কারণে বাতিল ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরবঙ্গ ও অসমে বন্যার কারণে উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলের একাধিক ট্রেন হাওড়া/শিয়ালদহ/কলকাতা স্টেশন থেকে বাতিল করা হয়েছে যেসব ট্রেন :—

১) ১৫৬৫৯ আপ শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ৩১ আগস্টপর্যন্ত বাতিল
২) ১৫৬৫৭ আপ শিয়ালদহ-গুয়াহাটি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাতিল
৩) ২৫৬৫৭ আপ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাতিল
৪) ১৩১৪১ আপ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
৫) ১২০৪১ আপ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
৬) ১২৩৪৫ আপ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
৭) ১৫৯৫৯ আপ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
৮) ১৩১৪৫ আপ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭
৯) ১৩১৪৭ আপ শিয়ালদহ-নিউ কোচবিহার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
১০) ১৩১৪৯ আপ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জংশন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
১১) ১২৩৪৩ আপ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
১২) ১২৩৭৭ আপ শিয়ালদহ- নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭, ১.৯.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭
১৩) ১২৫১৭ আপ কলকাতা-গুয়াহাটি গরিবরথ এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭
১৪) ১২৩৬৩ আপ কলকাতা-হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস বাতিল ৩১.৮.২০১৭ ও ২.৯.২০১৭

কেন্দ্র আধার লিঙ্কের সময়সীমা বাড়ানোর পরই ‘বৈধতা’ নিয়ে রায়দান : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিতে আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এই সময়সীমা। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দেশের বহু মানুষ। কারণ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা ঘোষণা করা হয়েছিল। কেন্দ্র সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার পরই দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বুধবার এক শুনানির সময় জানিয়ে দিল, আধারের বৈধতা নিয়ে নভেম্বরে রায় দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার আধারের বৈধতা নিয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র বলেন, তাড়াতাড়ি করে এখনও আধার সংক্রান্ত বিষয়ে রায়দানের প্রয়োজন নেই। কারণ কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আধার-লিঙ্ক সংক্রান্ত সময়সীমা ৩১ আগস্ট থেকে বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী শ্যাম ডিভান আধার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের কাছে দ্রুত এই মামলার নিস্পত্তির দাবি করেন। প্রসঙ্গত, এই মামলাতেই কেন্দ্রের সব সরকারি প্রকল্পে আধার বাধ্যতামূলক করার নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

মামলাটি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি অমিতাভ রায় এবং বিচারপতি এম খানউইলকরের ডিভিশন বেঞ্চে। প্রবীণ আইনজীবী ডিভান যখন মামলাটির দ্রুত নিস্পত্তির দাবি তোলেন, তখনই তাকে সরকার পক্ষের আইনজীবী সময়সীমা বাড়ানোর কথা জানান। প্রসঙ্গত, গত ১২ জুলাই এই মামলা সংক্রান্ত এক শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত জানায়, পাঁচ বিচারপতি বিশিষ্ট সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি হবে। সেইসঙ্গে আধার বাধ্যতামূলক হলে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘিত হবে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।

গত ১৮ জুলাই ৯ বিচারপতিকে নিয়ে এজন্য তৈরি হয় সাংবিধানিক বেঞ্চ। এই বেঞ্চের মূল কাজই ছিল ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখা। ২৪ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় নয় বিচারপতিবিশিষ্ট সাংবিধানিক বেঞ্চ ঘোষণা করে,গোপনীয়তার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার।

এই অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত। কাজেই এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টে আলাদাভাবে আধার নিয়ে যে তিনটি মামলার শুনানি চলছে, সেখানেও সরকারের আধার বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ আসার পরই শীর্ষ আদালত আধারের বৈধতা নিয়ে রায়দানে হুড়োহুড়ি করতে চায় না।

সিওয়ান হত্যা মামলায় সাহাবুদ্দিনের যাবজ্জীবন বহাল

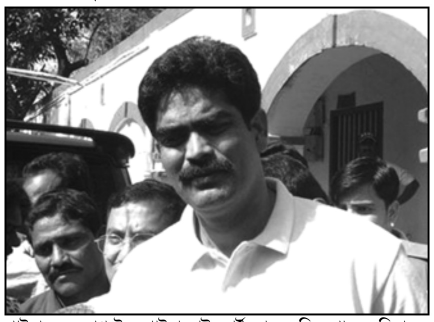

পাটনা, ৩০ আগস্ট : পাটনা হাইকোর্ট আরজেডির প্রাক্তন বিধায়ক মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখল। সিওয়ানে ২০০৪ সালে অ্যাসিড আক্রমণ মামলায় অভিযুক্ত হয় সাহাবুদ্দিন। গত ১৩ বছর ধরে মামলা চলার পর আদালত শাস্তি ঘোষণা করল। রাজীব, সতীশ ও গিরিশ এক ব্যবসায়ীর তিন পুত্র। ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে তার তিন ছেলেকেই হত্যা করা হয়। ২০০৪ সালের ১৬ আগস্ট সতীশ ও গিরিশ অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আর মোটর সাইকেলে একজনের পিছনে চেপে বাড়ি ফেরার সময় নিহত হন। তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে দুই অপরাধী। ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে সাংবাদিক রাজদেও রঞ্জনকে হত্যার অপরাধে চার্জশিট দেয়। রাজদেও সিওয়ানে গুলিবিদ্ধ হন। অফিস থেকে ফেরার সময় ১৩ মে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ ওঠে জেলের মধ্যে থেকেই রাজদেওকে হত্যার জন্য কলকাঠি নেড়েছেন সাহাবুদ্দিন। সেই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন হয়েছে।

এর আগে স্থানীয় আদালত সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে অ্যাসিড হত্যাকাণ্ডের জেরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। সেই শাস্তির বিরুদ্ধে সাহাবুদ্দিন পাটনা হাইকোর্টে যান। কিন্তু পাটনা হাইকোর্টে স্থানীয় আদালতের রায় বহাল রাখল। আরজেডি-র পক্ষে নিঃসন্দেহে বড় আঘাত। দলের দুর্দিনে সাহাবুদ্দিন তাদের পাশে নেই। লালুপ্রসাদ যাদব ও তার পরিবারের দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিজেপি। সিবিআই, ইডি ও আয়কর হানা হয়েছে লালু ও তার পরিবারের সদস্যদের একাধিক বাড়িতে। এই ঘটনা মোটেই ভাল চোখে দেখেননি নীতীশ কুমার। তিনি বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারে নতুন সরকার তৈরি করেছেন। আক্ষরিক অর্থে এখন আরজেডির পক্ষে সুসময় নয়। এর উপর লালুর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সাহাবুদ্দিনের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। ফলে মনখারাপ লালু ঘনিষ্ঠ নেতাদের।

লোকপাল নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি আন্না হাজারের

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে সমাজসেবী আন্না হাজারে লোকপাল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকায়ুক্ত কার্যকর হয়েছে কি না, সেই দাবিও জানালেন। লোকপাল নিয়ে যদি সরকার উদাসীনতা দেখায়, তবে দিল্লিতে ফের মামলা করা হবে বলে অভিযোগ করলেন তিনি।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন আন্না হাজারে। দিল্লির যন্তরমন্তরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন অবশ্যই শক্তিশালী করেছে বিরোধীদের। লোকায়ুক্ত যদি নিয়োগ করা না হয় এবং স্বামীনাথন রিপোর্ট কার্যকর করা না হয়, তবে তিনি ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন শুরু করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন আন্না।

৮০ বছরের এই প্রবীণ সমাজসেবী প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠিতে আরও বলেছেন, কোথায় তিনি আন্দোলন করবেন, কবে থেকে শুরু হবে সেই আন্দোলন প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তাঁর পরবর্তী চিঠিতে সবই জানাবেন। আন্দোলন যে দিল্লিকেন্দ্রিক হবে, তাও জানাতে ভোলেননি তিনি।

নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র নিন্দা করে হাজারে বলেছেন, কেন্দ্রে তিন বছর ধরে ক্ষমতাসীন থাকার পরও লোকপাল নিয়োগ নিয়ে মোদী সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ শুরু হবে। ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ৬ বছর আগে তিনি শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক আন্দোলন। কিন্তু এতদিন পরে কোনও কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতির অবসান ঘটাতে সুনির্দিষ্ট কোনও আইন পাস করতে পারবে না। মোদী সরকার তাঁর চিঠির জবাব না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ আন্না লিখেছেন, “চিঠি দিলে তার উত্তর দেওয়া বা সে সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রধানমন্ত্রী।”

মোদীর চিন সফরের আগে দিল্লিকে ডোকালামের মতো ঘটনা এড়ানোর পরামর্শ বেইজিংয়ের

নয়াদিল্লি/বেইজিং, ৩০ আগস্ট : ডোকালাম এপিসোড থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মঙ্গলবার পরামর্শ দেয় চিনের গণমুক্তি ফৌজ। ঠিক একদিন পরেই সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই প্রায় একই শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করলেন দিল্লির উদ্দেশে। ওয়াং বলেছেন, ভবিষ্যতে ডোকালামের মতো ঘটনা এড়িয়ে দু’দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

আগামী সপ্তাহে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাঁচ দেশের সংগঠন ‘ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলন’। ওই সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিন যাচ্ছেন। ব্রিকসের প্রস্তুতির ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠকে ওয়াং আশাপ্রকাশ করে বলেছেন, ডোকালামের ঘটনা থেকে দিল্লি নিশ্চয়ই শিক্ষা নিয়েছে এবং ফের যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য সতর্ক থাকবে তারা। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ভারত ও চিন দু’দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার পর ডোকালাম সীমান্ত থেকে বাড়তি সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে অবসান হয় দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরে চলা তিক্ততার অবসান হয়। মোদী চিন সফরে যাবেন এই ঘোষণার পরই ডোকালাম থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দু’দেশই এখন চাইছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী ব্রিকসের বৈঠকের ফাঁকে চিনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

ওয়াং এদিন আরও বলেছেন, এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেইসব মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে তাদের উচিত, সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা। চিন ও ভারতের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সহযোগিতা দু’টি দেশ ও দুই দেশের মানুষের স্বার্থকেই রক্ষা করবে। সেইসঙ্গে রক্ষা করবে আন্তর্জাতিক আশা-আকাঙ্খাকেও।

১০ দিনের দীর্ঘ গণপতি উৎসব শেষে আহমেদাবাদের সবরমতী নদীতে সমৃদ্ধির দেবতা গণেশের বিসর্জনের আগের মুহূর্ত।

শিশুমৃত্যু নিয়ে যোগীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা

লখনউ, ৩০ আগস্ট : গোরক্ষপুরে বিআরডি মেডিক্যাল কলেজে শুধু আগস্ট মাসেই ২৯০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেল দাবি করেছে, ওই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে চিকিৎসকরা তাদের নিজস্ব ক্লিনিক চালাচ্ছেন। সুস্থ মানুষকেও অযথা ওষুধ দিয়ে এবং পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে নাকাল করছেন। এজন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত রাজ্য সরকারের।

শিক্ষকের বকুনি, অপমানে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী

চেন্নাই, ৩০ আগস্ট : ছাত্রীটির জামায় রক্তের দাগ লেগে থাকায় শিক্ষক বকেছিলেন। সেই অপমানে আত্মঘাতী হল তামিলনাড়ুর ১২ বছরের এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার তিরুনেলভেলিতে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে একটি সুইসাইড নোটও রেখে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সুইসাইড নোটে শিক্ষকের বকুনির কথা লিখেছে ছাত্রীটি। সরকারি স্কুলের ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে। জানা গেছে, ক্লাসরুমে ওই ছাত্রীর পোশাকে রক্তের দাগ দেখতে পায় সহপাঠীরা। তারা তাকে সতর্ক করে দিয়ে ওয়াশরুমে যেতে বলে। সহপাঠীদের পরামর্শমতো ছাত্রীটি শিক্ষকের কাছে গিয়ে ওয়াশরুমে যাওয়ার অনুমতি চায়।

কিন্তু এর জবাবে সহপাঠীদের সামনেই শিক্ষক ছাত্রীটিকে রীতিমতো বকাঝকা করেন। আবার ব্যাপারটি এখানেই মিটে যায়নি। তিনি ছাত্রীটিকে স্কুলের প্রিন্সিপালের ঘরে নিয়ে যান। প্রিন্সিপালও তাকে তিরস্কার করেন বলে অভিযোগ। তারপরও তাকে নাকি ওয়াশরুমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রিন্সিপালের ঘর থেকে ছাত্রীটি ক্লাসে ফিরে আসে। ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফিরেও যায় সে। সহপাঠীরা জানায় যে, এইসময় তাকে খুব মনমরা লাগছিল। বাড়ি ফিরে কারও সঙ্গে কথা বলেনি সে। সোজা উঠে যায় ছাদে। এরপর ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ছাত্রীটি আত্মহত্যা করার পরই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। পরিবারের লোকজন সহপাঠীদের কাছে বিষয়টি জানতে পারার পর প্রবল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা ও স্থানীয় মানুষ স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ ক্ষুব্ধ জনতাকে সরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ওই শিক্ষককে।

সুনন্দা মৃত্যু মামলা : ২ সপ্তাহের জন্য শুনানি মুলতবি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : সুনন্দা পুস্কর হত্যা মামলার শুনানি দু’সপ্তাহের জন্য মুলতবি রাখল দিল্লি হাইকোর্ট। তবে এই সময়ে পুলিশ এই মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে নতুন কোনও তথ্য পেলে তা দিল্লি পুলিশকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সুনন্দা মৃত্যু মামলা নিয়ে দিল্লি পুলিশ চার্জশিট দাখিলে অযথা দেরি করেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়, তা অস্বীকার করে পুলিশের তরফে আদালতকে জানানো হয়, এই মামলার অনুসন্ধানে তারা কোনও গাফিলতি করেনি। কিন্তু তদন্তের টেকনিক্যাল দিকটি তাদের হাতে নেই। এইমস এবং কিছু বিদেশি সংস্থাও এই মামলায় জড়িত রয়েছে। তারাও এই মামলা সম্পর্কে তাদের মতামত জানাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুলিশের কিছু করার নেই।

অন্যদিকে বিজেপির প্রবীণ নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী বুধবার সুনন্দা পুস্কর হত্যা মামলা নিয়ে একটি নতুন আবেদন করেন। এই আবেদনে তিনি পুস্কর হত্যা মামলার তদন্ত সিবিআই পরিচালিত যে বিশেষ টিম চালাচ্ছে তাদের আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বলেন। স্বামীও তাঁর আবেদনে অভিযোগ করেন, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর ফরেনসিক তদন্ত এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির তদন্তে সহযোগিতা করতে যে তথ্য দেওয়ার কথা তা ঠিক সময়ে না পৌঁছনোর জন্যই এই হত্যা মামলার তদন্তে বিলম্ব হচ্ছে। স্বামী তাঁর আবেদনে আরও বলেন, তদন্তকারী সংস্থাগুলি যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে বিষপ্রয়োগ করে সুনন্দাকে হত্যা করা হচ্ছে, তবে কী ধরনের বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল তা তদন্ত করা হোক। এর আগে বিচারপতি জি এস সিস্টানি ও বিচারপতি চন্দ্রশেখরের বেঞ্চ থারুরের দত্তক পুত্র শিব মেননের আবেদনের ভিত্তিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। মেনন তাঁর আবেদনে বলেন, সাড়ে তিন বছর ধরে তদন্ত করার পরও পুলিশ এখনও এই মামলার চার্জশিট দিতে পারে।

আসন্ন ইদ-উল-আজহা উপলক্ষে বুধবার পাটনার পশু বাজারে ক্রেতার অপেক্ষায় ছাগল বিক্রেতারা।

অপারেশন টেবিলে শুয়ে রোগী, অস্ত্রোপচার থামিয়ে তুমুল বচসা শুরু দুই চিকিৎসকের

যোধপুর, ৩০ আগস্ট : অপারেশন টেবিলে শুয়ে অন্তঃসত্ত্বা। অস্ত্রোপচার চলছিল। কিন্তু সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে হাজির দুই চিকিৎসকের মধ্যে অস্ত্রোপচার থামিয়ে শুরু হল তুমুল বচসা। অপারেশন থিয়েটার কার্যত পরিণত হল পাড়ার রকে।

দুই ডাক্তারের বচসার শেষে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এক শিশুর জন্ম দিলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। সে সময় সেখানে থাকা হাসপাতালের এক কর্মী পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ভিডিও করেছেন। সেটি দিয়েছেন সোশ্যাল ওয়েবসাইটে যা এখন ভাইরাল। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের যোধপুরের উমেইদ হাসপাতালে। রাজস্থান সরকার এই ঘটনার জেরে দুই চিকিৎসককে বহিষ্কার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানা গেছে।

হাসপাতালের সুপার সাংবাদিকদের বলেছেন, এই ঘটনা খুবই লজ্জাজনক। দোষী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা মনে করছেন, অপারেশন থিয়েটারেই যদি চিকিৎসকরা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন, তবে রোগীর কী হবে?

জানা গেছে, এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে অপারেশন টেবিলে তোলা হয়। তাঁর গর্ভে থাকা ভ্রূণের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। তাঁর হার্টবিটও স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল। কিন্তু সে সবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দুই চিকিৎসক একে অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। ঝগড়ার সূত্রপাত হয় সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অশোক নানিওয়াল তাঁর জুনিয়র চিকিৎসক এম এল তাকের কাছে জানতে চান, অপারেশনের আগে রোগী কিছু খেয়েছেন কি না। জুনিয়র চিকিৎসক তাঁকে জানান, তিনি সব ধরনের পরীক্ষাই করিয়েছেন। অসুবিধের কিছু নেই। কিন্তু সেই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে নানিওয়াল হঠাৎই চিৎকার শুরু করেন,“তুমি নিজের সীমা অতিক্রম কোরো না।” এরপরই অপারেশন থিয়েটার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রোগীর অস্ত্রোপচার মাঝপথে থামিয়ে দুই চিকিৎসক তুমুল ঝগড়া শুরু করেন। অপারেশন থিয়েটারে হাজির অন্যান্য চিকিৎসক ও নার্সরা এ সময় তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। দু’জনকেই তাঁরা মনে করিয়ে দেন যে এটা অপারেশন থিয়েটার। কিন্তু দু’জনেই থামতে চাননি। শেষ পর্যন্ত অন্যদের হস্তক্ষেপে ঝগড়া থামিয়ে তারা চিকিৎসা শুরু করেন। ততক্ষণে রোগিণীর অবস্থার অবনতি হয়েছে। তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেন।